দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

প্রকৌশল ভার্সিটির সব প্রভোস্টের পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশপ্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষগণ শুক্রবার হল সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন।

শুক্রবার সকল হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহ-কারী প্রাধ্যক্ষদের এক জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা পদত্যাগ করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রকৌশল ভার্সিটির

(প্রথম পাতার পর)

সোহরাওয়ার্দী হলে পরিচালিত সন্ত্রাসী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্ত নেন। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সোহরাওয়ার্দীহলে ১০/১২ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রাধ্যক্ষের অফিস ও গাড়ি ভাংচুর করে। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন হলে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সন্ত্রাসীরা হলে ঢুকে পড়ে। দারোয়ানরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে রাখা হয়। ভাগ্যক্রমে প্রাধ্যক্ষ তখন হলের অন্য অংশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান। তাকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তার অফিস তছনছ করে। তার টেলিফোন সেট ভেঙে ফেলে ও সহকারী প্রাধ্যক্ষের অফিসে ঢুকে তা ভাংচুর করে। এরা যাওয়ার পূর্বে প্রাধ্যক্ষের গাড়িটি ভাংচুর করেছে।

প্রস্তাবে বলা হয়, সন্ত্রাসীরা প্রাধ্যক্ষকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই হলে এসেছিল। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার পর প্রায় ১৫ ঘন্টা পার হলেও কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা জানা নেই। অতীতে এরচেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এবারের মারাত্মক সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ হলের প্রাধ্যক্ষদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেননি।

সভায় দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান এবং সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাধ্য-ক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীর ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবী জানানো হয়েছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সোহরাওয়ার্দী হলে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও হলের প্রাধ্যক্ষের গাড়ি ভাংচুরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক আকন্দের সভাপতিত্বে শুক্রবার অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভায় এই নিন্দা জানানো হয়।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছিল। কিন্তু এই সন্ত্রাসী ঘটনার পর তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এরফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা কাল রোববার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।